যুগান্তর

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

১৮ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি ইন্সটিটিউশনাল প্র্যাকটিস

রাশেদ রাব্বি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) প্রতিষ্ঠার ১৮ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও বাস্তবায়ন হয়নি ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস। ফলে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা অঙ্গনে মানের প্রশ্নে পিছিয়ে থাকছে দেশের একমাত্র মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ পর্যন্ত তিনটি প্রশাসন তৎপরতা শুরু করে। আগের দুটি প্রশাসন কার্যক্রম কিছুটা অগ্রসর করলেও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বর্তমান প্রশাসন সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। তবে শিক্ষকদের একাংশের (মেগা প্রাক্টিশনার) অনিচ্ছা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে না পারায় ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস কর্মসূচি এক প্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস হল এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যেখানে শিক্ষকরা সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টার পরিবর্তে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করবেন। এ অতিরিক্ত সময়ও তারা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা এবং চিকিৎসায় নিয়োজিত থাকবেন। এমনকি এ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথাও প্রাইভেট প্রাক্টিস করতে পারবেন না। এজন্য তারা বিশেষ আর্থিক সুবিধা পাবেন। এক্ষেত্রে বিদ্যমান বেতন-ভাতাসহ অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

১৮ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি ইন্সটিটিউশনাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এবং সহকারী অধ্যাপকরা আনুপাতিক হারে আর্থিক সুবিধা পাবেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এবং স্টাফরাও পাবেন বিশেষ আর্থিক সুবিধা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস বাস্তবায়ন করতে বার্ষিক ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বাজেটের প্রায় দ্বিগুণ। তবে এ টাকার সংস্থান করতে না পারায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন এক প্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের ৫৩ ভাগ এর পক্ষে মত দিলেও ৪৭ ভাগ শিক্ষক এর সফলতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এছাড়া সিনিয়র অধ্যাপক বিশেষ করে সার্জনদের একটি পক্ষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শিক্ষা এবং সেবার মান বৃদ্ধিতে ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিসের কোনো বিকল্প নেই।

এ প্রসঙ্গে বিএসএমএমইউর অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল যুগান্তরকে বলেন, উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি সার্কভুক্ত দেশগুলোর সব মেডিকেল ইন্সটিটিউট 'ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিসের' মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ফলে একদিকে তাদের মেডিকেল শিক্ষার মান উন্নত হয়। অন্যদিকে দেশের জনগণের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, বিএসএমএমইউর চিকিৎসা-শিক্ষায় এ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে পারলে দেশের চিকিৎসা সেবার মান ভিন্নমাত্রায় উন্নীত হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বর্তমানের তুলনায় প্রায় চারগুণ অতিরিক্ত রোগীর সেবা দেয়া সম্ভব হবে। ডা. কাজল বলেন, পরিস্থিতি এতটাই পরিবর্তন হবে যে, দেশের বড় প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো থেকে রোগীরা যে কোনো উপায়ে এখানে চলে আসবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস বাস্তবায়নে আর্থিক বিষয়ের পাশাপাশি আরেকটি বড় বাধা জ্যেষ্ঠ সার্জনরা। মেগা প্রাক্টিশনার হিসেবে খ্যাত এসব চিকিৎসক কেউ কেউ প্রাইভেট ক্লিনিকে সার্জারি করে দিনে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা আয় করেন। সেখানেই এ কর্মসূচিতে যুক্ত হলে তারা হয়তো তাদের একদিনের আয়ের সমপরিমাণ টাকা এক মাসে পাবেন। এ দলে জ্যেষ্ঠ কয়েকজন মেডিসিনের অধ্যাপকও রয়েছেন। যাদের দৈনন্দিন আয় ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। এছাড়া যারা কাছাকাছি সময়ে অবসরে যাবেন তারাও চান না এ পদ্ধতির প্রবর্তন হোক। কারণ তারা এ মুহূর্তে প্রাইভেট প্রাক্টিস ছাড়লে অবসরের পর বেকার হয়ে পড়তে পারেন। তাছাড়া শিক্ষকদের আরেকটি অংশ এ পদ্ধতি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের ধারণা, এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন হয়তো সম্ভব নয়। শুরু করলেও হয়তো টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

বিএসএমএমইউ প্রশাসনের তথ্য মতে, ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানকালীন এর প্রস্তাব করা হলেও ২০১৪ সালে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রবর্তনের জন্য জোরেশোরে কাজ শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ৫ মে একাডেমিক কাউন্সিলের ৪৫তম সভায় ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রর্বতনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সঙ্গে এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষকে সভাপতি এবং অ্যানেসথেসিওলজি বিভাগের অধ্যাপক একেএম আখতারুজ্জামানকে সদস্য সচিব করে গঠিত ২০ সদস্যের কমিটি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমান প্রশাসনেও সেই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রবর্তনের সম্ভব্যতা যাচাইয়ে ওই কমিটি একই নিয়মে পরিচালিত কয়েকটি ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট দেয়। রিপোর্টে অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সের (এএলআইএমএস) সঙ্গে বিএসএমএমইউর তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়।

দুটি প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিএসএমএমইউতে ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস এখন সময়ের দাবি বলে কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করে। পাশাপাশি কমিটির সদস্যরা এর পক্ষে কিছু মতামত দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফরেফজন শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রবর্তন করতে পারলে অতিরিক্ত রোগীর সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন, এখানে ৪০টি ওটি রয়েছে। দুপুর ২টার পর আর এগুলো ব্যবহার হয় না। শুধুমাত্র দুপুর ২টার পর এগুলো ব্যবহার করে মাসে কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। একইভাবে প্রাইভেট প্রাক্টিস বাদ দিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এখানে রোগী দেখলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রবর্তনের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও আমরা আশাবাদী। দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার উন্নয়নে যে উদ্যোগটি সরকারের গ্রহণ করা উচিত ছিল, সেটা শিক্ষকরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে বাস্তবায়ন করতে চাইছে। এটি বাস্তবায়নে বছরে অতিরিক্ত ৪২০ কোটি টাকা প্রয়োজন। তিনি বলেন, কমিটি গঠনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের কাছে এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। সেখানে ৫৩ শতাংশ শিক্ষক এর পক্ষে মত দেন। বাকি ৪৭ শতাংশ শিক্ষক সংশয় প্রকাশ করেন। তবে ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রবর্তন করতে পারলে যারা সংশয় প্রকাশ করেছেন তারও সংযুক্ত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। নিজস্ব অর্থায়নে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, অবশ্যই সম্ভব। তবে সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে তিনি এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিএসএমএমইউর ট্রেজারার এবং কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আলী আসগর মোড়ল যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিস প্রবর্তনের চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এর আগে কত ভাগ শিক্ষক রাজি আছেন সেটা জানা হয়েছিল। চলতি মাসেই প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে মতামত চাওয়া হয়েছে। এবারের প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হবে। তিনি বলেন, আমাদের কিছু শিক্ষক আছেন যারা মেগা প্রাক্টিশনার। তারা নিজেদের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি মাথায় রেখে ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিসে আসতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে যারা আসবেন না তাদের বাদ দিয়েই আমরা এ মহৎ কাজ শুরু করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান যুগান্তরকে বলেন, এটি বাস্তবায়নে কাজ চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের মানুষের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, ইন্সটিটিউশনাল প্রাক্টিসের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা হবে না।